মোকাম বিজ্ঞ শাহরাস্তি আমলী আদালত, চাঁদপুর।

সি.আর- /২০২২ইং

শাহরাস্তি থানা

১ম ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়: বিগত ৩০/০৭/২০১৭ইং রোজ শনিবার অনুমান সময় বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা।

১ম ঘটনার স্থান: শাহরাস্তি থানাধীন বাদীর বসত বাড়ীর বসত ঘর।

২য় ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়: বিগত ২০/১১/২০২১ইং রোজ শুক্রবার সময় অনুমান সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

২য় ঘটনার স্থানঃ কুমিল্লা সদর পৌরসভাধীন কোতয়ালী মডেল থানাস্থ চাঁনপুর হাজী ফরিদের বাসা।

৩য় ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়: বিগত ২০/০১/২০২২ইং রোজ শুক্রবার সময় অনুমান বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।

৩য় ঘটনার স্থানঃ শাহরাস্তি থানাধীন আসামীগণের বসত বাড়ীর বসত ঘর।

বাদীঃ ওমর ফারুক (৫২), পিতা- হাবিবউল্ল্যাহ, মাতা- ছলেমা বেগম, হাল সাং-কোতয়ালী, থানা ও জেলা- কুমিল্লা, স্থায়ী সাং- নরহ (মজুমদার বাড়ী), পোঃ- চিতোষী, থানা- শাহরাস্তি, জেলা- চাঁদপুর।

আসামীগণঃ

১) মোঃ শফিকুল ইসলাম (৫৫),

২) শাহীদা আক্তার সুমি (৩২), উভয়পিতা- রুহুল আমিন, হাল সাং- এ/পি চাঁনপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- কুমিল্লা।

৩) শরিফুল ইসলাম (৩০), পিতা- শফিকুল ইসলাম,

সর্ব সাং- নরহ, পোঃ- চিতোষী, থানা- শাহরাস্তি, জেলা- চাঁদপুর।

স্বাক্ষীঃ

১) মোঃ মনিরুজ্জামান, পিতা- মৃত আঃ মান্নান, সাং- বলশীদ

২) আমিনুল হক (বর্তমান মেম্বার), পিতা- মৃত হাবিব উল্যাহ মুন্সি, সাং পানছাইল

৩) সিরাজুল ইসলাম, পিতা- মৃত সামছুল হক ভূইয়া, সাং- নরহ,

৪) মোসাঃ মোহসনা বেগম (মহিলা মেম্বার), পিতা- চাঁদ মিয়া, সাং-নরহ

৫) সফিকুল ইসলাম ভুইয়া, পিতা- মৃত শামছুল হক ভূইয়া, সাং নরহ,

সর্ব থানা- শাহরাস্তি জেলা- চাঁদপুর।

৬) সৈয়দ মুনসুর আহম্মেদ, পিতা-সৈয়দ মুহাম্মদ ইউনুছ, সাং- কোতয়ালী, থানা ও জেলা- কুমিল্লা।

দঃ বিঃ ৪০৬/৪২০/১০৯/৫০৬(২)/৩৭৯ধারা।

অভিযোগ: বাদী একজন, সহজ, সরল, নিরীহ, আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক হয়। পক্ষান্তরে আসামীরা পরষ্পর এক দলীয় দুষ্ট, দূর্দান্ত, পরধনলোভী, প্রতারক ও অর্থ আত্মসাৎকারী লোক হয়। ১/২নং আসামী পরষ্পর ভাই-বোন হয়। ৩নং আসামী ১নং আসামীর বড় ছেলে হয়। বাদী ও ২নং আসামী স্বামী-স্ত্রী বটে। বাদী ও ২নং আসামীর দীর্ঘ ২০ বৎসরের বিবাহিত জীবন সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত হওয়ার কারনে ২নং আসামী প্রতি অগাধ বিশ্বাস জন্মায়। দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পূর্ব থেকেই সৌদিতে দীর্ঘ ২২ বৎসর প্রবাস জীবন পার করেন একমাত্র স্ত্রী ও সন্তানদের সুখে ও ভালভাবে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। ২নং আসামীকে নিয়ে সাং-এ/পি চাঁনপুর, হাজী ফরিদের বাসা, থানা- কোতয়ালী মডেল, জেলা- কুমিল্লায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন সন্তানদের জীবন আলোকিত করার জন্য। বাদী প্রবাসে থাকার কারনে মাঝে মধ্যে ছুটিতে বাংলাদেশে আসেন। দীর্ঘ সময় কুমিল্লা অবস্থান করার কারনে ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ১নং ও ৩নং আসামীর সু-পরামর্শে কুমিল্লা শহরে জায়গা কিনার কথা চিন্তা করে। ১নং ও ২নং আসামীকে ভাল জায়গা দেখার কথা বলিলে ১নং ও ২নং আসামী ভাল জায়গা দেখিয়া জায়গার মূল্য নির্ধারন করে ৭.৬২ শতাংশ জায়গা ৬৮,০০,০০০/- (আটষট্রি লক্ষ) টাকা। বাদী তাহাদেরকে সরল বিশ্বাসে ১০/০৬/২০১৬ই তারিখে ৩নং আসামীর মাধ্যমে কাঁচা বায়নার জন্য ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) এবং ২৯/০৬/২০১৬ইং তারিখে আরও ১,১০,০০০/- (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা একুনে মোট ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ৩নং আসামীর একাউন্টের মাধ্যমে ১নং ও ২নং আসামীকে প্রদান করে। ১নং ও ২নং আসামী বাদীকে বায়না সম্পন্নের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করিলে বাদী ১ম ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়ে ২নং আসামীর একাউন্টে রুপালি ব্যাংকের মাধ্যমে ৫৯,০০,০০০/- (ঊনষাট লক্ষ) টাকা স্থানান্তর করে। পরবর্তীতে ১নং ও ৩নং আসামীর কু-পরামর্শে ২নং আসামী বাদীর নিকট থেকে রেজিষ্ট্রি করার জন্য টাকা চাহিলে বাদী ১নং আসামীর পুত্র ৩নং আসামীর একাউন্টে ১৯/১২/২০১৭ইং তারিখে ১,৫২,৬১৯/- (এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত ঊনিশ) টাকা খরিদকৃত জমি রেজিষ্ট্রি করার জন্য পাঠায়। কিন্তু পরবর্তীতে ১নং ও ২নং আসামীর কু-পরামর্শে বাদীর বাদীর অর্থ দিয়ে খরিদকৃত সম্পত্তি ২নং আসামী নিজ নামে প্রতারনামূলক ভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে রেজিষ্ট্রি করিয়া নেয়। বাদী আসামীগণকে প্রবাসে অবস্থান করার সময় জায়গা রেজিষ্ট্রি করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে আসামীগণ বিভিন্ন তালবাহানা করিতে থাকে। বাদী তাহার সরল বিশ্বাসে তাহার স্ত্রী ২নং আসামী এবং ১নং ও ৩নং আসামীকে সন্দেহ না করিয়া অন্ধবিশ্বাস করিয়া যায়। ২নং আসামীকে সাংসারিক খরচের জন্য বিভিন্ন সময়ে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ টাকা) পাঠায় বাদী ১৯/১১/২০২১ইং তারিখে ৬ মাসের ছুটিতে দেশে আসে। পরদিন অর্থ্যাৎ ২য় ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়ে বাদী ২নং আসামীকে জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ২নং আসামী বাদীকে বলে যে, জায়াগা তোমার নামে রেজিষ্ট্রি হয়েছে। দলিল বড় ভাইয়ের কাছে আছে। আর ১৪ ভরি গহনা-গাটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ১নং আসামী অর্থ্যাৎ বড় ভাই তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছে। কয়েকদিন যাওয়ার পর বাদী ২নং আসামীর নিকট সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি, তাহার পাঠানো টাকা এবং স্বর্নালংকার বিষয়ে আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ২নং আসামী বলে যে, সম্পত্তি আমার নামে রেজিষ্ট্রি করে ফেলেছি। তোমার সম্পত্তি তোমাকে ফিরাইয়া দিব বলিয়া ১নং ও ৩নং আসামীর যোগ-সাজশে তালবাহানা করিতে থাকে। উক্ত সম্পত্তি ২নং আসামীর নামে রেজিষ্ট্রি করে ১নং ও ৩নং আসামী ভোগ-দখল করিয়া আছে। এমনকী বাদীর বাসার গুরুত্বপূর্ন আসবাবপত্র ১নং আসামীর বাসায় ২নং আসামীর যোগ-সাজশে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাদী তাহার সম্পত্তি ও স্বর্নালংকারের বিষয় নিয়ে ৩য় ঘটনার দিন, তারিখ, সময় ও ঘটনার স্থানে আসামীগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আসামীরা উক্ত সম্পত্তির টাকা অথবা সম্পত্তি ফেরত না দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে এবং স্বর্নালংকার দেয় নাই বলিয়া অস্বীকার করে। ১নং আসামী হুমকি দিয়া বলে যে, “যা কিছু হয়েছে এখানে শেষ কর, বেশী বাড়াবাড়ি করিলে সম্পত্তি ও টাকার সাধ জীবনের তরে মিটিয়ে দিব।” ১নং ও ৩নং আসামী প্রান নাশের হুমকি দিয়ে বলে যে, আর কখনো যদি সম্পত্তি এবং টাকার কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বাড়ি থেকে বের করে দিবে এবং জীবনের তরে খুন করিয়া লাশ গুম করিয়া ফেলিবে মর্মে প্রান নাশের হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। ১নং ও ৩নং আসামীর ইন্ধনে ২নং আসামী বাদীকে বলে যে, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিলে তোকে তালাক দিয়ে তোর ছেলেদেরকে রেখে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিব বলিয়া ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকে। ১নং ও ৩নং আসামীর কু-পরামর্শে ২নং আসামী কথায় কথায় নিজেই আত্মহত্যা করে বাদীকে ফাসাইয়া দিবে এবং নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে নারী নির্যাতন মামলা দিবে হুমকি প্রদান করে। আসামীদের উক্ত কথা শুনিয়া বাদী হতভম্ব হইয়া পড়ে। আসামীরা বাদীর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়া বাদীর নিকট হইতে ৬২,৭২,৬১৯/- (বাষট্রি লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শত ঊনিশ) টাকা প্রতারণা করিয়া সম্পত্তি ২নং আসামীর নিজ নামে খরিদ করিয়া আত্মসাৎ করার মানসে আসামীরা অপরাধজনক কার্য করিয়াছে। বাদী যদি ইতিপূর্বে বুঝিতে কি জানিতে পারিত আসামীগন বাদীর সরলতার সুযোগ নিয়া বাদীর সহিত প্রতারণা করিয়া বাদীর নিকট হইতে সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে তাহলে বাদী কখনই আসামীদেরকে উক্ত টাকা প্রদান করিত না। স¦াক্ষীগণ সমস্ত ঘটনা দেখেন, শুনেন এবং জানেন। তাহারা স্বাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণ করবেন। অত্র সঙ্গে ব্যাংকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ফিরিস্তি আকারে দাখিল করা গেল। উক্ত ঘটনার বিষয়ে শাহরাস্তি থানায় মামলা করিতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করার পরামর্শ প্রদান করে বিধায় বাদী হুজুরাদালতে মামলা দায়ের করিতে বিলম্ব হয়।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা বিজ্ঞ আদালত দয়া প্রকাশে উপরোক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বাদীর অত্র নালিশী দরখাস্ত আমলে নিয়া আসামীদেরকে ধৃত করে এনে শাস্তির বিহীত ব্যবস্থা করিতে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়। ইতি তাং- ২৪/০১/২০২২ইং